কোন দিনে রোজা রাখবেন একই দিন না ভিন্ন ভিন্ন দিন

পৃথিবীর সব মুসলিমদের একই দিন থেকে রোযা রাখা উচিত এবং একই দিন ঈদ পালন করা উচিত, (অপ্রয়োজনীয় কোন আর্গুমেন্টে জড়াবেন না- এই শর্তে পড়তে পারেন। আমরা চাই না এই বিষয়ে উম্মাহর মধ্যে ফিতনা হোক) ।

✓ কুর'আন কি বলে?

কার উপর রোযা রাখা ফরয তার সিদ্ধান্ত দিয়ে মহান রব্বুল আলামীন এরশাদ করেন-

فَمَن شَهِدَ منكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

অর্থাৎ তোমাদের যে কেউ এ মাস পাবে সেই যেন এ মাসে রোযা রাখে। (পবিত্র রমযান) *[সুরা বাকরাঃ ১৮৫]*

অত্র আয়াতের মাধ্যমে রমযান মাসের রোযা ফরয করা হয়েছে। আর রোযা ফরয হওয়ার কারণ নির্ধারন করা হয়েছে "**শুহুদে শাহার**" বা রমযান মাসে উপনীত হওয়াকে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি রোযা রাখার যাবতীয় সামর্থ সহকারে পবিত্র রমযান মাসে উপস্থিত হবে তার জন্যই রমযানের রোযা রাখা ফরয। অত্র আয়াতে উল্লেখিত শব্দটি দেশ মহাদেশ নির্বিশেষে (যে কেউ) مَنْ **عام** বা ব্যাপক অর্থ বোধক। তাই অত্র শব্দকে দেশ মহাদেশের সীমারেখায় সীমিত করা অছুলে তাফসীরের মূলনীতি বিরোধী। অতএব আয়াতেশব্দটির মাধ্যমে ব্যাপকার্থে গোটা পৃথিবীর যে কোন মুসলিম সম্বোধিত। **(যে কেউ)** مَنْ

লক্ষ্যনীয় যে, মহাবিজ্ঞ আল্লাহ্ তায়ালা রোযা ফরয হওয়ার কারণ নির্ধারণ করেছেন شهود شهر বা **মাসের উপস্থিতিকে**। আর মাসের উপস্থিতি প্রমাণিত হয় চাঁদ উদয়ের মাধ্যমে। অর্থাৎ পৃথিবীর আকাশে কোথাও চাঁদ দেখা গেলেই সমগ্র পৃথিবীতে মাসের উপস্থিতি প্রমাণিত হবে। আর মাসের উপস্থিতি প্রমাণিত হলে সকল মুসলিমের উপর ঐদিন থেকেই রোযা রাখা ফরয হবে। কুরআন পাকের অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ তায়ালা একই কথা বলেছেন। এরশাদ হচ্ছে-

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَا

অর্থাৎ হে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম, মানুষ আপনাকে নুতন চাঁদ সমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন এগুলো মানুষের জন্য সময় নির্ধারক এবং হজ্জের সময় নির্ধারণকারী। *[সুরা বাকরাঃ ১৮৯]*

এখানে লক্ষ্যনীয় যে, আয়াতে **الاهلة** শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে যার অর্থ একেবারে **নুতন চাঁদ (কয়েক মিনিটের)**। প্রতি চান্দ্র মাসে চাঁদ একদিনই নুতন থাকে। পরবর্তী দিনগুলোর চাঁদ কখনই নুতন চাঁদ নয়। আরো লক্ষণীয় যে, অত্র আয়াতের মধ্যে للناس শব্দের শুরুতে ال টি **الف لام جنسى** জাতি বোধক **ال** Common Noun। তাহলে আয়াতের অর্থ হচ্ছে পূর্ববর্তী চান্দ্র মাস শেষ হওয়ার পরে আবার নুতন করে পৃথিবীর আকাশে সর্বপ্রথম যে চাঁদ দেখা গেল, ঐ নুতন চাঁদ সকল মানুষের জন্যই সময় নির্ধারক। অতএব নুতন চাঁদের নির্দেশিত এ নুতন মাসের ১ তারিখ দেশ মহাদেশের ভিন্নতায় কখনই আলাদা হবে না। কারণ চাঁদ উদয়ের দিনে সকল দেশের অধিবাসীরাই মানুষ ছিলেন, আছেন, থাকবেন।

রোযা রাখা ও ঈদ করার জন্য নিজ নিজ দেশে চাঁদ দেখতে হবে এ রকম বর্ণনা পবিত্র কুরআনের কোথাও নেই। অতএব এ শর্তারোপ করা পবিত্র কুরআনের সিদ্ধান্তের সঙ্গে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক।

মাস প্রমাণিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত মাস সংশ্লিষ্ট যাবতীয় দায়িত্ব সমগ্র বিশ্ববাসীর উপর সমভাবেই প্রযোজ্য হয় এর সুস্পষ্ট প্রমাণ এ হাদীস কারীমা-

অর্থাৎ **আবু হুরাইয়রা রদিআল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "যখন পবিত্র রমযান মাস এসে যায় তখন আসমান তথা জান্নাতের দরজা সমূহ খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজা সমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানকে শৃংখলাবদ্ধ করা হয়।**" *সহীহ বুখারী*

মহান আল্লাহ তায়ালার সৃষ্ট ৮টি জান্নাত ও ৭টি জাহান্নাম কোন এলাকা বিশেষের মানুষের জন্য নয় বরং সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য। তাই অত্র হাদীসের বর্ণনা মতে **জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া, জাহান্নামের দরজা বন্ধ করা, মূল শয়তানকে বন্দি করা** এবং জাবের রদিআল্লাহু তায়ালা আনহু ত হাদীস মতে আল্লাহ তায়ালার রহমতের দৃষ্টি দান করা রমযানের চাঁদ উঠার সঙ্গেএর বর্ণি- দিন২ দিন বা১ সঙ্গেই সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য একই সময়ে সমভাবে শুরু হয়। বাংলাদেশের স্থানীয় আকাশে চাঁদ দেখা যেতে বিলম্ব হওয়ায় উল্লেখিত কার্যক্রম এদেশে এক বা দু'দিন পরে শুরু হওয়া বিবেক গ্রাহ্য নয়। তাই অত্র হাদীসে প্রমাণিত হল যে পবিত্র রমযানের ফযিলতের কার্যকারিতা আল্লাহ তায়ালার দরবারেও বিশ্বময় একই দিনে শুরু হয়। অতএব দেশ মহাদেশের ভিন্নতায় রমযান ও অন্যান্য ইবাদাত কখনই ভিন্ন ভিন্ন দিনে মেনে নেওয়া যায় না।

✓ হাদীস ও রসূলুল্লাহ (সঃ) এর নিজ আমল

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁর পবিত্র হায়াতে ২য় হিজরী থেকে ১০ম হিজরী পর্যন্ত সর্বমোট ৯ বার পবিত্র রমযান মাসের রোযা রেখে ছিলেন। সুতরং আমাদের গভীর দৃষ্টি দেয়া উচিৎ, রসূলুল্লাহ (সঃ) এর পবিত্র আমলের দিকে। র ক্ষেত্রে তিনি তাঁর পবিত্র আমলে বর্নিত হাদীস দুরমযান মাসে রোযা রাখা এবং শাওয়াল মাসে ঈদ করা'টির প্রতিফলন কিভাবে করেছেন। উল্লেখিত হাদীস কারীমা অনুযায়ী রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কি নিজে চাঁদ দেখে রোযা রেখেছেন, ঈদ করেছেন? না কি অন্যের দেখার সংবাদের মাধ্যমেও রোযা রেখেছেন, ঈদ করেছেন? এ প্রসংগে পবিত্র হাদীসে যে প্রমাণ পাওয়া যায় তা হচ্ছে-

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর থেকে (রাঃ) বর্ণিত, তিনি বলেন কিছু সংখ্যক মানুষ নুতন চাঁদ দেখল। আমি রসূলুল্লাহ (রমযানের) আলাইহি অসাল্লাম কে সংবাদ দিলাম যে আমিও উক্ত চাঁদ দেখেছি। ফলে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু- সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম নিজে রোযা রাখলেন এবং মানুষকেও রোযা রাখতে নির্দেশ দিলেন। *(আবু দাউদ, দারেমী, মিশকাত)*

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত,

তিনি বলেনএকজন মরুচারী মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি : এর নিকট আসলো এবং বললো- অসাল্লাম , আমি প্রথম চাঁদ অর্থাৎ রমযানের চাঁদ দেখেছি। তখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি "আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই" একথা সাক্ষ্য দান কর? সে বলল হ্যাঁ, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আল্লাহর রসূল" তুমি কি একথা সাক্ষ্য দান কর? সে বলল হ্যাঁ, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বললেন, হে বেলাল মানুষের কাছে ঘোষণা করে দাও তারা যেন আগামী দিন রোযা রাখে।

[আবু দাউদ পৃঃ৩২০- তিরমিযী পৃঃ১৪৮- নাসায়ী২৩১- ইবনু মাজাহ পৃঃ১১৯- মিশকাত পৃঃ ১৭৪]

আরো আছে -

আবু উমাইর ইবনু আনাস (রাঃ) থেকে বর্নিত যে,

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর নিকট একদল আরোহী আসল এবং তারা সাক্ষ্য দিল যে তারা গতকাল- দিন চাঁদ দেখেছে। ফলে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মানুষকে রোযা ছাড়ার আদেশ দিলেন। পরের (শাওয়ালের) প্রাতঃকালে সকলেই ঈদগাহে সমবেত হলেন। *[আবু দাউদ, নাসায়ী১২৭- মিশকাত]*

অত্র হাদিসের ব্যাখ্যায় মিশকাত শরীফের উক্ত পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে-

অর্থাৎ তারা ঈদের নামাজের জন্য ঈদগাহে সমাবেত হল। আল্লামা মাজহার বলেন যে ঐ বছর মদীনায় ২৯শে রমযান দিবাগত রাতে শাওয়ালের চাঁদ দেখা যায়নি। ফলে মদীনা বাসী ৩০ রমযানের রোযা রেখে ছিলেন। এমতাবস্থায় ঐ দিন দ্বিপ্রহরে একদল ছাওয়ারী দূর থেকে আসল এবং তারা সাক্ষ্য দিল যে, নিশ্চয়ই তারা ২৯ তারিখ দিবাগত রাতে নুতন চাঁদ দেখেছে। অতপর, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাদের এ সংবাদ গ্রহণ করে সকলকে রোযা ভঙ্গের নির্দেশ দিলেন এবং পরের দিরা ২ শাওয়াল ঈদের নামায পড়ার নির্দেশ দিলেন।

অত্র হাদীস তিনটিতে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামএর নিজ আমল দ্বারা নিম্নোক্ত বিষয় গুলো - প্রতিষ্ঠিত হয়।

এক, মাস প্রমাণের জন্য সকলের চাঁদ দেখা জরুরী নয় বরং একজন ন্যায়পরায়ণ মুসলিমের দেখাই সকলের আমলের জন্য যথেষ্ট হবে।

দুই, নিজ দেশের আকাশে নুতন চাঁদ দেখতে হবে এমন শর্ত করা যাবে না।

তিন, দূরবর্তীদের চাঁদ দেখার সংবাদ পেলে অন্য সকলের উপর আমল জরুরী হবে।

✓ হাদীসের মর্মকথাঃ

রসূল সা: বলেন, **তোমরা রোজা রাখবে না, যে পর্যন্ত না চাঁদ দেখতে পাও। একইভাবে তোমরা রোজা ভঙ্গ(ঈদ) করবে না, যে পর্যন্ত না শাওয়ালের চাঁদ দেখতে পাও। তবে যদি মেঘের কারনে তা তোমাদের কাছে গোপন থাকে, তবে শাবান মাস পূর্ণ করবে ত্রিশ দিনে।** অপর বর্ণনায় আছে, **তিঁনি (সঃ) বলেন- মাস কখনও উনত্রিশ দিনেও হয়।** *(সহীহ বুখারী - ৩য় খন্ড, ১৭৮৫- ১৭৯০, সহীহ মুসলিম- ৩য় খন্ড, ২৩৬৭- ২৩৯৪)*

রোজা রাখ চাঁদ দেখে এবং রোজা ভঙ্গ করবে চাঁদ দেখে। যদি মেঘের কারনে চাঁদ গোপন থাকে, তবে শাবান মাস ত্রিশ দিনে পূর্ণ করবে। *(সহীহ বুখারী ৩য় খন্ড, ১৭৮৫- ১৭৯০, সহীহ মুসলিম ৩য় খন্ড, ২৩৬৭- ২৩৯৪)*

এ হাদীসের অর্থ হল- তোমরা চাঁদ দেখে রোজা রাখবে এবং চাঁদ দেখেই রোজা ভঙ্গ করবে বা ঈদ পালন করবে। **উল্লেখ্য:** এখানে রসূল সা: **'তোমরা'** বলতে, আমাদেরকেই বুঝিয়েছেন। সামনের আলোচনায় ব্যাপারটি আরও স্পষ্ট হবে। সর্ব প্রথম প্রশ্ন করব, **এখানে তোমরা(বা আমরা) কারা ? এরা কি তৎকালীন মক্কা, মদীনার মানুষেরা/ সকল সাহাবা রা: / আজকের মক্কা/ মদীনা বা আরবের লোকেরা, নাকি রসূলের সা: সকল উম্মত ?** আমার ধারণা সকলেই এক মত পোষণ করবেন যে, তোমরা বলতে এখানে উম্মতে মুহাম্মদীকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ বক্তব্য এই যে, রসূল সাঃ তাঁর উম্মতের পুরো অংশকে নির্দেশ দিচ্ছেন- "তোমরা চাঁদ দেখে রোজা রাখবে এবং ঈদ পালন করবে। এখানে মেঘের কারনে চাঁদ দেখা যাওয়া/ না যাওয়ার ব্যাপারটিও সকল উম্মতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। "তোমরা চাঁদ দেখে রোজা, ঈদ পালন করবে" এ আদেশ কি উম্মতের প্রত্যেকটি ব্যক্তির উপর প্রযোজ্য ? যদি এটি প্রত্যেকটি ব্যক্তির উপর সমভাবে প্রযোজ্য হয়, তবে প্রত্যেকটি মানুষকে ব্যক্তিগতভাবে চাঁদ দেখতে হবে। একের চাঁদ দেখা অন্যের উপর বর্তাবে না। যারা চাঁদ দেখবে তারাই রোজা রাখবে বা ঈদ পালন করবে এবং যারা তা দেখতে পাবে না তারা পালন করবে না অথবা যেদিন দেখবে সেদিনই শুধু রোজা বা ঈদ পালন করবে। আমার ধারণা কোনো আলিমই এ মতের সাথে এক মত পোষণ করবেন না। পূর্ববর্তী কোনো সময়েই এটি পরিলক্ষিত হয়নি। কারণ- রসূল সাঃ এমন নির্দেশ প্রদান করেননি। একের চাঁদ দেখা অন্যের জন্য যথেষ্ট হবে কিনা সে বিষয়টি আমরা একটি হাদীসের মাধ্যমে জেনে নেই:

"রসূল সা: আমাদের প্রতি নির্দেশ প্রদান করেন যে, **আমরা যেন শাওয়ালের চাঁদ দেখাকে ইবাদত হিসেবে গুরুত্ব দেই। আর আমরা স্বচক্ষে যদি তা না দেখি তবে *দুজন ন্যায়পরায়ন* লোক এ ব্যাপারে স্বাক্ষ্য প্রদান করলে তখন আমরা যেন তাদের সাক্ষ্যের ওপর নির্ভর করি।**" *(আবু দাউদ- ৩য় খন্ড/ ২৩৩১, ২৩৩২)*

এবারে বিষয়টাকে আরও একটু বর্ধিত করে নেই। আমরা জানতে পারলাম, রোজা এবং ঈদ অবশ্যই চাঁদ দেখে পালন করতে হবে এবং এও জানতে পারলাম যে, একের চাঁদ দেখা অন্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। এখন প্রশ্ন হলো, অন্য যে ব্যক্তি আমার অবর্তমানে বা আমার পরিবর্তে চাঁদ দেখছেন তার সাথে আমার কেমন সম্পর্ক হতে হবে ?

(১) তাকে কি আমার পরিবারের সদস্য হতে হবে ? (২) তাকে কি আমার গোত্র/ বংশের কেউ হতে হবে? (৩) তাকে কি আমার পাড়া বা মহল্লা/ এলাকার লোক হতে হবে ? (৪) তাকে কি আমার ভাষার লোক লোক হতে হবে? (৫) তাকে কি আমার দেশের লোক হতে হবে? অথবা (৬) তাকে শুধুমাত্র রসূলের(সাঃ) উম্মত হলে চলবে কি না ? আমাদের **আজকের আলোচনার জন্যে উপরের প্রত্যেকটি প্রশ্নই গুরুত্বপূর্ণ। চলুন ব্যাপারটি বুঝতে আমরা দুটি হাদীস দেখে নেই:**

একবার সাহাবীগণ রমজানের চাঁদ দেখা নিয়ে সন্দিহান হয়ে পড়েন। তারা তারাবিহ নামাজ না পড়ার এবং পরদিন রোজা না রাখার ইচ্ছা পোষণ করেন। এমতাবস্থায় 'হাররা' নামক এক স্থান থেকে জনৈক বেদুইন এসে সাক্ষ্য দেয় যে, সে চাঁদ দেখেছে। তখন তাকে রসূল সা: এর দরবারে নিয়ে আসা হয়। রসূল সা: তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রসূল' ? সে বলে, হ্যা আমি সাক্ষ্য দেই এবং আরও সাক্ষ্য দেই যে, আমি নতুন চাঁদ দেখেছি। অত: পর রসূল সা: হযরত বেলাল রা: কে নির্দেশ দিলেন, লোকদেরকে জানিয়ে দেওয়ার জন্যে যাতে তারা তারাবিহ নামাজ পড়ে এবং পরদিন রোজা রাখে।

(আবু দাউদ ৩য় খন্ড/ ২৩৩৩, ২৩৩৪, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, দারেমী)

একবার লোকেরা রমজানের শেষে শাওয়ালের চাঁদ দেখা নিয়ে মতভেদ করেন। তখন দুজন বেদুইন রসূল সা: এর কাছে হাজির হয়ে আল্লাহর কসম করে সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, **গত সন্ধ্যায় তারা শাওয়ালের চাঁদ দেখেছে।** তখন রসূল সা: লোকদেরকে রোজা ভাঙ্গার নির্দেশ দেন। রাবী খালফ তার হাদীসে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, রসূল সা: আরও বলেন যে, **লোকেরা যেন আগামীকাল ঈদগাহে আসে**"। *(সূত্র: আবু দাউদ ৩য় খন্ড/ ২৩৩৩, ২৩৩৪)*

আমরা হাদীস দুটি শুনলাম এবং বুঝলাম যে, যিনি/ যারা চাঁদ দেখে সাক্ষ্য প্রদান করছেন, তাদেরকে অন্যদের পরিবারের সদস্য হবার প্রয়োজন নেই, তাদের বংশের/ গোত্রের লোক হবারও প্রয়োজন নেই। তাদের এলাকা/ দেশের লোক হবারও প্রয়োজন নেই। এ হাদীস অনুযায়ী রসূল(সাঃ) ভিন্ন একটি স্থানের লোকদের সাক্ষ্য গ্রহন করেছেন। এখানে আরও উল্লেখ্য যে, এ ব্যাপারে বিশ্বস্ত এক জনের সাক্ষ্যও গ্রহনযোগ্য। এ মর্মে আমরা দুটি হাদীস জেনে নেই :

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর(রাঃ) বলেন, একবার বহু লোক মিলে চাঁদ দেখতে ও দেখাতে লাগল। আমি গিয়ে রসূল সা: কে সংবাদ দিলাম যে, আমি চাঁদ দেখেছি। এ সংবাদ শুনে রসূল সা: নিজে রোজা রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং লোকদেরকেও রোজা রাখতে নির্দেশ দিলেন। *(আবু দাউদ ৩য় খন্ড/ ২৩৩৫, দারেমী)*

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক বেদুঈন রসূল(সাঃ) এর নিকট এসে বলল- আমি রমজানের নতুন চাঁদ দেখেছি। তিঁনি(সঃ) জিজ্ঞেস করলেন- 'তুমি কি এ সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই ? তুমি কি আরও সাক্ষ্য দাও যে, মুহাম্দ (সাঃ) আল্লাহর রসূল ?' সে বলল- হ্যা। অত: পর রসূল(সাঃ) বললেন- হে বেলাল ! লোকদের মধ্যে ঘোষণা করে দাও, তারা যেন আগামী কাল থেকে রোজা রাখে। ***(আবু দাউদ ৩য় খন্ড/ ২৩৩৩, ২৩৩৪ তিরমিযী)***

আমার বিশ্বাস যে পর্যন্ত আলোচনা করা হয়েছে, সে পর্যন্ত সকল আলেমই একমত পোষণ করবেন। বিপত্তি আসলে এর পরের অংশ নিয়ে। চলুন সে সংক্রান্ত আলোচনায় প্রবেশ করি।

আমরা দেখলাম চাঁদ দেখার ব্যাপারে ভিন্ন এলাকার লোকের সাক্ষ্য গ্রহন করা হয়েছে। কিন্তু সে লোকটি কতদূর থেকে এসে সাক্ষ্য দিলে তা গ্রহনযোগ্য হবে, এ মর্মে আমরা কোনো হাদীস দেখতে পাইনা এবং পূর্ববর্তী সময়ের কোনো ঘটনাও এটিকে সমর্থন করেনা যে, কেউ বেশী দূরবর্তী স্থান থেকে এসে সাক্ষ্য দেওয়ার কারনে তার সাক্ষ্য গ্রহন করা হয়নি। অর্থাৎ **যে লোকটি ভিন্ন এলাকা থেকে আগত হয়েছেন, তিনি কত দূরবর্তী স্থানের মানুষ তা বিষয় নয়। বরং তিনি একজন সহীহ মুসলিম এবং বিশ্বস্ত কিনা সেটি আলোচনার বিষয়।** কেউ যদি বলে উক্ত ব্যক্তি ভিন্ন দেশের মানুষ হলে তার সাক্ষ্য গ্রহন করা হবে না , তবে একই দেশের ভেতর অবস্থিত ভিন্ন এলাকার মানুষ হলে তার সাক্ষ্য গ্রহন করা হবে । এমনটি বললে, আমরা তার কাছে হাদীসের দলিল চাইতে পারি দেশ সংক্রান্ত বিষয়ে , অবশ্য তিনি তার স্বপক্ষে দলিল পেশ করতে সক্ষম হবেন না।

✓ দেশ ব্যাপারটি কি ?

দেশ ব্যাপারটি হলো একটি আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সীমারেখা, যার উপর ভিত্তি করে একটি এলাকাকে নিজেদের বলে আখ্যায়িত করা হয়। মূলতঃ পৃথিবী আল্লাহর এবং তা সকল মানুষের জন্যে উম্মুক্ত। হযরত মুহাম্মদ(সাঃ) সারা পৃথিবীর সকল মানুষের জন্যে রসূল। তিনি নির্দিষ্ট কোনো গোত্র, সম্প্রদায়ের জন্যে নির্ধারিত নন। আর তাই তাঁর(সাঃ) সকল বক্তব্য পৃথিবীর সকল মানুষের জন্যে সমভাবে প্রযোজ্য।

অতএব, চাঁদ দেখা সংক্রান্ত বিষয়টি সারা পৃথিবীর সকল মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কোনো এলাকার লোক চাঁদ দেখতে ব্যর্থ হলে, ভিন্ন এলাকার মানুষের সাক্ষ্য গ্রহন করা হয়েছে এবং এখানে সেই লোকটি কত দূরবর্তী স্থানের লোক তা বিবেচনায় আনা হয়নি। এখানে আরেকটি বাস্তবতা হলো যোগাযোগের মাধ্যম। তৎকালীন সময়ে মানুষের বাহন ছিল ঘোড়া, গাধা, উট, পদযুগল ইত্যাদী। এগুলোর উপর ভিত্তি করে একজন মানুষের পক্ষে এক দিনে খুব বেশীদূর অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর ছিলনা। ফলে যিনি চাঁদ দেখছেন তার পক্ষে দূরবর্তী অঞ্চলের মানুষকে জানানো সম্ববপর ছিলনা। আজকের দিনের মত যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে রেডিও, টেলিভিশন, ইন্টারনেট, টেলিফোন না থাকাতে তাদের পক্ষে দূরবর্তী অঞ্চলের মানুষের সাথে তাৎক্ষনিক যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব ছিল না। ফলে, সন্ধ্যায় চাঁদ দেখা গেলে প্রথমে তা নিজ এলাকার লোকদেরকে জানিয়ে দেওয়া হত, তারপর পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষদেরকে জানানোর জন্যে ঘোড়া সওয়ার পাঠানো হত। প্রথম থেকেই এই নিয়ম চালু ছিল। কিন্তু ঘোড়া সওয়ারের পক্ষেও বহুদূর গমন করা সম্ভবপর ছিলনা। কিন্তু আমরা এখান থেকে একটি বিষয় বুঝতে পারি, তা হলো- কোনো এলাকায় চাঁদ দেখা গেলে যথাযথ গুরুত্বের সাথে অন্য এলাকার মানুষকে জানানো জরুরী, যাতে করে সকলে একসাথে রোজা , ঈদ পালন করতে পারে।

ঘোড়ার মাধ্যমে যোগাযোগের এ মাধ্যমটির চেয়েও আরও উন্নত যোগাযোগ মাধ্যম পরবর্তী সময়ের খিলাফতের যুগে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। সে সময়ে সমুদ্রবক্ষে জাহাজের নিরাপদে দিক চিনে চলাচলের সুবিধার্তে যে সকল লাইট হাউস বা বাতিঘর ছিল, আকাশে চাঁদ দেখা গেলে সেগুলিতে আলো জ্বালিয়ে দেওয়া হত। একটি লাইট হাউসে আলো জ্বললে সে খবর যখন অন্যটিতে পৌঁছাত , তখন অন্যটিতেও আলো জ্বালিয়ে দেওয়া হত। এভাবে জনতা আলো জ্বলতে দেখে চাঁদ দেখার ব্যাপারটি বুঝতে পারত। এ প্রক্রিয়ায় যে সকল এলাকার মানুষ চাঁদ দেখার ব্যাপারটি বুঝতে পারত, সে সকল এলাকার মানুষেরা রোজা, ঈদ একসাথে পালন করত।

এখান আমরা একটু লক্ষ্য করলে বুঝতে পারব যে, আকাশে চাঁদ দেখা গেছে, এ সংবাদটি পায়ে হেটে অন্যদেরকে জানানো, ঘোড়ায় চড়ে জানানো, লাইট হাউসের মাধ্যমে জানানোর মধ্যে বিষয়ভিত্তিক কোনো পার্থক্য নেই বরং প্রযুক্তিগত পার্থক্য রয়েছে, যা প্রথম যুগ থেকেই গ্রহন করা হয়েছে। বেশী সংখ্যক মানুষকে দ্রুততার সাথে জানানোর জন্যে এ মাধ্যমগুলি প্রযুক্তি বিশেষ, যা সময়ের প্রেক্ষিতে পরিবর্তিত হয়েছে। এখানে উক্ত প্রযুক্তির একটিই উদ্দেশ্য ছিল, তা হলো- দ্রুততার সাথে অন্যদেরকে চাঁদ দেখার সংবাদটি জানানো।

আজকের এই প্রযুক্তির উৎকর্ষতার সময়ে যদি কেউ এক এলাকাতে চাঁদ দেখতে পায় এবং তা অন্য এলাকার লোকদেরকে টেলিফোনে, ইন্টারনেটে, টেলিভিশনে, রেডিওর মাধ্যমে জানিয়ে দেয়, তাহলে তা পূর্ববর্তী সময়ের পায়ে হাটা, ঘোড়ায় চড়া, লাইট হাউসের মাধ্যমে ঘটিত প্রচারণার সমপর্যায়েরই হবে। কারণ, এখানে উদ্দেশ্য একই। এ লক্ষ্যে কোনো ভৌগলিক সীমারেখা ইসলামে বিবেচ্য বিষয় নয়। বরং **জাতীয়তাবাদী নীতিতে আবদ্ধ হয়ে মুসলিমদের ভূখন্ডকে ভৌগলিক বিভাজন করা সুস্পষ্ট হারাম।** রাসুল (সাঃ) বলেছেন,

"যে ব্যক্তি জাতীয়তাবাদের (আসাবিয়্যার) প্রতি আহ্বান করে সে আমাদের অন্তর্ভূক্ত নয়।"

অতএব, যদি আরবের কোথাও চাঁদ দেখা যায়, তাহলে সে সংবাদ ভিন্ন এলাকায় পৌঁছে গেলে "**চাঁদ দেখা গেছে**" ব্যাপারটি উক্ত এলাকার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। আবার ভিন্ন এলাকাতে চাঁদ দেখা গেলে সে সংবাদ আরবে পৌঁছলে, আরবের

জন্যও এটি গ্রহনযোগ্য হবে। এভাবে সকল স্থানের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি একই। চাঁদকে জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণ ধারনার জালে জড়ানো যাবে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়: - ধরে নিলাম,

ইরাকের সময়ের চেয়ে বাংলাদেশের সময় ৩ ঘন্টা কম, অর্থাৎ ইরাকে যখন মাগরিবের সময় হবে তার তিন ঘন্টা পর বাংলাদেশে মাগরিবের সময় হবে। সে অনুযায়ী ইরাকে চাঁদ দেখা গেলে বাংলাদেশের লোক সে সংবাদ বিকেলের দিকে জানতে পারবে এবং সন্ধ্যায় এখানে চাঁদ দেখা যাক বা না যাক ধরে নেওয়া হবে চাঁদ দেখা গেছে বা উদীত হয়েছে। এখানে আমরা ভিন্ন এলাকার মানুষের সাক্ষ্য গ্রহন করলাম সুন্নাহ অনুযায়ী। আবার এমনও হতে পারে, ইরাকের লোকেরা চাঁদ দেখতে পেলনা এবং এ সংবাদটিও আমরা বিকেলের দিকে জানতে পারব, তখন আমরা সন্ধ্যায় চাঁদ দেখার চেষ্টা করব। যদি এখানে চাঁদ দেখা যায়, তাহলে আমরা তাদেরকে এবং অন্যদেরকে জনাবো এবং তা গ্রহনীয় হবে। যদি এখানেও না দেখা যায় তবে আমাদের চাইতে যে সকল এলাকার সময় কম অর্থাৎ আরো পরে সন্ধ্যা হয়, তারা আকাশে চাঁদ খোঁজার চেষ্টা করবে এবং পেলে তা ঘোষিত হবে সকলের জন্যে। এখানে আরেকটি ব্যাপার উল্লেখ করার আছে :

পৃথিবীর এক প্রান্তের সাথে অপর প্রান্তের সময়ের সর্বোচ্চ পার্থক্য ১২ ঘন্টা। যদি আমরা বা অন্য কোনো অঞ্চলের মানুষেরা সেহরী করার নির্ধারিত সময় পার হবার পর , চাঁদ উদীত হবার ব্যাপারে জানতে পারে, তাহলে তাদের উপর উক্ত দিনের রোজা রাখার বাধ্যবাদকতা অর্পিত হয়না। আবার চাঁদ উদিত হয়েছে, এ সত্য সংবাদটি কারো কাছে অথবা কোনো এলাকার নিকট না পৌঁছালে তাদের উপরও রোজা রাখা বা অন্যদের সাথে ঈদ(যদি ঈদের চাঁদ দেখার সংবাদ তাদের কাছে না পৌঁছায়) পালন করার বাধ্যবাদকতা অর্পিত হয়না। সে পরিস্থিতিতে তাদেরকে নিজেদের প্রচেষ্টায় চাঁদ দেখতে হবে(অথবা ত্রিশ রোজা পূর্ণ করতে হবে) , যেহেতু অন্য স্থান থেকে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারনে তথ্য আসার সম্ভাবনা নেই। এ প্রসঙ্গে

কিছু ব্যতিক্রমতা আমরা হাদীস থেকে জানব:

মূসা ইবনে ইসমাইল কুরায়ব থেকে বর্ণিত- **তিনি বলেন, উম্মে ফাযল বিনতে হারিস তাকে মুয়াবিয়ার কাছে শাম দেশে(সিরিয়া) পাঠান। তিনি বলেন, আমি সিরিয়া থাকা অবস্থায় রমজানের চাঁদ ওঠে এবং আমরা তা দেখি জুম্মার রাতে। অত: পর আমি রমজানের শেষের দিকে মদীনায় ফিরে আসি। ইবনে আব্বাস আমাকে সফর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন এবং বিশেষ করে চাঁদের সম্পর্কে বলেন- "তোমরা রমজানের চাঁদ কখন দেখেছিলে ?" আমি বলি- জুম্মার রাতে দেখেছি। অত: পর তিরি জিজ্ঞেস করেন- "তুমি নিজেও কি তা দেখেছিলে ?" আমি বলি, হ্যাঁ এবং অন্যান্য লোকেরাও দেখেছে ও রোজা রেখেছে, এমনকি মুয়াবিয়াও রোজা রাখেন। ইবনে আব্বাস বলেন, আমরা চাঁদ দেখেছি শনিবার রাতে। সুতরাং আমরা ত্রিশদিন পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত রোজা রাখব অথবা শাওয়ালের চাঁদ না দেখা পর্যন্ত রোজা রেখে যাব। আমি বললাম, মুয়াবিয়ার দর্শন ও রোজা রাখা কি এ ব্যাপারে যথেষ্ট নয়? তিনি বলেন না, আমাদেরকে রসূল সা: এরকম করতে নির্দেশ করেছেন।** *(আবু দাউদ ৩য় খন্ড/ ২৩২৬)*

তাবেঈ ইবনে বাখতারী বলেন, একবার আমরা ওমরা করার জন্যে বের হলাম। যখন আমরা বাতনে নাখলা নামক স্থানে পৌঁছলাম, তখন সকলে মিলে চাঁদ দেখতে পেলাম। আমাদের মধ্যে কেউ বলল, এটি তিন দিনের চাঁদ, কেউ বলতে লাগল এটি দুই দিনের চাঁদ। পরে আমরা যখন ইবনে আব্বাসের সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং বললাম, আমরা রমজানের চাঁদ দেখেছি, কিন্তু আমাদের কেউ বলেছে এটি তিন দিনের , কেউ বলেছে এটি দুই দিনের চাঁদ। ইবনে আব্বাস বললেন, তোমরা কোন রাতে দেখেছো ? আমরা বললাম, অমুক রাতে। তখন তিনি বললেন, রসূল সা: সেখান থেকে তারিখ গণনা করতেন, যে রাতে চাঁদ দেখতেন। *(সহীহ মুসলিম ৩য় খন্ড/ ২৩৯৭, তিরমিযী)*

এখানে উল্লেখ্য যে, মদীনা থেকে তৎকালীন সিরিয়ার দূরত্ব এত বেশী ছিল যে, একই দিনের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যোগাযোগ করা সম্ভবপর ছিলনা। ফলে, উভয় এলাকার মানুষ ভিন্ন তারিখে চাঁদ দেখে রোজা রেখেছে। পরের হাদীসটিতেও একই ব্যাপার ঘটেছে অর্থাৎ তাদের কাছে অন্য এলাকার কোনো তথ্য পৌঁছেনি, ফলে তাদেরকে নিজেদের মত করে চাঁদ দেখতে হয়েছে। যদি তাদেরকে ভিন্ন এলাকার কোনো লোক এসে "চাদ দেখা গেছে" এ সংবাদ দিত , তাহলে তারা অবশ্যই তা গ্রহন করতেন; পূর্বোক্ত হাদীস অনুযায়ী। এক্ষেত্রে শর্ত হল, যিনি/ যারা চাঁদ দেখার বিষয়টি জানাচ্ছেন, তিনি/ তারা বিশ্বাসযোগ্য কি না। যদি তিনি বা তারা বিশ্বাসযোগ্য হন তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহন করা হবে। বর্তমান কালে স্যাটেলাইট টেলিভিশন, ইন্টারনেটের কল্যানে চাঁদকে পৃথিবীর সকল এলাকাবাসীর সামনে সরাসরি উপস্থাপন করা যায়। সুন্নাহ অনুযায়ী এই চরম সত্য বিষয়টি গ্রহনযোগ্য হবার কথা। কিন্তু এটি গ্রহনযোগ্য না হলে একমাত্র আন্তর্জাতিক ভৌগলিক সীমারেখা বা রাজনৈতিক বিষয়টিই চাঁদ দেখা সংক্রান্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রধান বাঁধা হয়ে দাড়ায়, যা সরাসরি সুন্নাহ বিরোধী।

এছাড়া কিছু কিছু এলাকাতে(মেরু এলাকাতে) ৬ মাস দিন এবং ৬ মাস রাত হয়। নরওয়েতে কখনই রাত বা সন্ধ্যা হয়না এবং ইউরোপের কয়েয়কটি দেশে কখনও কখনও দিন ২৩ ঘন্টা পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হয়ে থাকে। এ সমস্ত ক্ষেত্রে তাদেরকে ভিন্ন এলাকার তথ্যের সাহায্যে রোজা এবং ঈদ পালন করতে হবে/ হয়। কেউ যদি বলে, প্রত্যেক দেশের মানুষকে চাঁদ দেখতে হবে, তাহলে তার কাছে জানতে চাইব, নরওয়ে, গ্রিনল্যান্ড ইত্যাদী দেশে এবং উত্তর মেরু,

দক্ষিন মেরুতে থাকা সহীহ মুসলিমদের কি হবে? জাতীয়তাবাদী চাঁদ তাদের জাতিকে স্বীকৃতি দিলনা রোজা বা ঈদ পালনের ! নাকি রোজার পূর্বে তাদেরকে দেশ ত্যাগ করে 'সময়মত চাঁদ ওঠে' এমন দেশে পাড়ি জমাতে হবে?
এছাড়া যদি কোনো দিন সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি হয় তাহলে রসূল(সাঃ) বলেন: -

যে ব্যক্তি সন্দেহের দিনে রোজা রেখেছে, সে আবুল কাশেমের রসূল সা এর নাফরমানী করেছে।

(আবু দাউদ ৩য় খন্ড/ ২৩২৭, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)

অনুরূপভাবে 'ঈদের চাঁদ দেখা গেছে' এই সংবাদ প্রকাশিত হলে, সকলকে একসাথে ঈদ পালন করতে হবে। কোনোভাবেই ঈদের দিনে রোজা রাখা যাবে না।

আবু সাঈদ খুদরী রা: থেকে বর্নীত, রাসুল (সাঃ) রোযার ঈদের দিন এবং কুরবানীর ঈদের দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। *(সহীহ সহীহ বুখারী ৩য় খন্ড/ ১৮৬৭, ১৮৬৮ ও সহীহ মুসলিম ৩য় খন্ড/ ২৫৩৭- ২৫৪২) ।*

প্রখ্যাত আলেম ওলামাগণ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, - এক শহরের মানুষ রমযানের চাঁদ দেখলে অন্য শহরের লোকদের জন্যও চাঁদ দেখা প্রমাণিত হবে। এমনকি পৃথিবীর একেবারে পশ্চিম প্রান্তে চাঁদ দেখা গেছে, এই সংবাদ যদি নির্ভরযোগ্য সূত্রে পূর্ব প্রান্তের অধিবাসীদের নিকট পৌঁছে, তবে তাদের উপর এই দিনে রমযানের রোযা ফরয হবে।

(সূত্র: দুররুল মুখতার, ২য় জিলদ, পৃষ্ঠ- ১০৮; আলগিরী, ১ম জিলদ, পৃঃ- ১৯৮; বাহরুর রায়েক, ২য় জিলদ, পৃঃ- ২০৭; মাজমাউল আনহুর, ১ম জিলদ, পৃঃ- ২৩৯)

✓ একটি যুক্তিঃ

শিব্বির আহমাদ উসমানী (রহ) ফতহুল মুলহিম নামক হাদীসের কিতাবে নিজের অভিমত প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন যে, আরবী মাস ২৯ দিন বা ৩০ দিন হয়ে থাকে। কোন দেশে ২৮ রমজানের দিন যদি খবর আসে যে অন্য দেশে চাঁদ দেখা গিয়েছে, সে অনুযায়ী রোযা ভাংগ করলে তো তাদের রমজান মাস ২৮ দিন হয়ে যাবে। আবার ৩০ দিন রোযা রাখার পরেও যদি কোথাও চাঁদ দেখার খবর না আসে, তাহলে তো তাদের ৩১ টি রোযা রাখতে হবে। অথচ চন্দ্র মাস তো ২৮ দিন কিংবা ৩১ দিন হয় না। তাই যার যার দেশের চাঁদ দেখার উপর ভিত্তি করে রোযা পালন বা মাস গণনা করাই শ্রেয়।

প্রথমতঃ এ অভিমতের স্বপক্ষে সুন্নাহ ভিত্তিক কোন দলিল নেই। দ্বিতীয়তঃ তিনি বলেছেন আরবী মাস ২৮ দিন কিংবা ৩১ দিন হবে না, একথা সঠিক। কিন্তু কখন মাস গণনা শুরু হবে তার প্রতি গুরুত্ব¡ না দিয়ে দুরবর্তী কোন দেশে চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করে মাস শেষ করলেই একম হতে পারে। **তাই মাসের শুরুটাও একই নিয়ম হতে হবে।** অর্থাৎ চাঁদ দেখার খবর পাওয়ার সাথে সাথেই মাস শুরু করতে হবে। মাস শুরু করা এবং শেষ করার ক্ষেত্রে একই নিয়ম পালন করলে আর এরকম সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। তাহলে কোন মাস ২৮ দিন বা ৩১ দিন হবে না। আর যথাযথ ভাবে মাস শুরু করার ৩০ দিন পরেও, চাঁদ দেখা না গেলে রোযা ভংগ করতে হবে, এটিই সুন্নাহ। এখানে পূর্বোক্ত একটি হাদীস আবারও পেশ করতে হচ্ছে: -

তাবেঈ ইবনে বাখতারী বলেন, একবার আমরা ওমরা করার জন্যে বের হলাম। যখন আমরা বাতনে নাখলা নামক স্থানে পৌঁছলাম, তখন সকলে মিলে চাঁদ দেখতে পেলাম। আমাদের মধ্যে কেউ বলল, এটি তিন দিনের চাঁদ, কেউ বলতে লাগল এটি দুই দিনের চাঁদ। পরে আমরা যখন ইবনে আব্বাসের সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং বললাম, আমরা রমজানের চাঁদ দেখেছি, কিন্তু আমাদের কেউ বলেছে এটি তিন দিনের , কেউ বলেছে এটি দুই দিনের চাঁদ। ইবনে আব্বাস বললেন, তোমরা কোন রাতে দেখেছো ? আমরা বললাম, অমুক রাতে। তখন তিনি বললেন, রসূল সা: সেখান থেকে তারিখ গণনা করতেন, যে রাতে চাঁদ দেখতেন।

(সহীহ মুসলিম ৩য় খন্ড/ ২৩৯৭, ২৩৯৮, তিরমিযী)

এ হাদীসটিতে নাখলা নামক স্থানে যারা ছিলেন, তাদের কেউ কেউ রোজার চাঁদকে দেখে বলছিলেন এটি দুই দিনের এবং কেউ কেউ বলছিলেন, এটি তিন দিনের। যদি চাঁদটি দুই দিনের পুরোনো হয়ে থাকে তাহলে তাদের পক্ষ্যে কি কোনোভাবেই ২৯টি বা ৩০টি রোজা পাওয়া সম্ভব(যেহেতু আরবী মাস ২৮ বা ৩১ দিনে হয়না) ? উক্ত তবেঈ ২৮টি রোজার পালন করার পর যদি ঈদের চাঁদ দেখতে পান, তাহলে কি তার বা তাদের সকলের রোজা বরবাদ হয়ে যাবে বা আল্লাহ কতৃক প্রত্যাখ্যাত হবে ? অথবা তারা কি রোজার চাঁদ ২/ ৩ তিন দিন পরে দেখতে পেয়ে ভুল করেছিলেন ? দুই দিনের পুরোনো চাঁদ দেখে ২৮টি রোজা পালনের পর তারা যদি ঈদের চাঁদ দেখতে পেতেন, তাহলে কি সেদিনটিতে(অর্থাৎ ঈদের দিনে) রোজা রেখে ২৯টি রোজা পূর্ণ করতেন ?

মূলত: তারা তাদের সাধ্য অনুযায়ী প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। তাদের কাছে চাঁদ দেখা সংক্রান্ত বিষয়ে অন্য একালার তথ্য ছিলনা, ফলে তাদেরকে নিজেদের প্রচেষ্টায় চাঁদ দেখতে হয়েছে কিন্তু তারা যথা সময়ে চাঁদ দেখতে সক্ষম হননি। অথবা তাদের কাছে শাবান মাসের যথাযথ হিসাব ছিলনা, যদিও রসূল(সাঃ) শাবান মাস গণনায় অতিরিক্ত সাবধানী ছিলেন। তবে যদি কোনো এলাকার লোক ২৮টি রোজা রাখার পর আকাশে ঈদের চাঁদ দেখতে পায় , তবে অবশ্যই তাদেরকে ঈদ পালন করতে হবে, কারণ- ঈদের দিন রোজা পালন হারাম। আর সঠিকভাবে শাবান মাস গণনা করা হলেও রমজান মাস ৩১দিনে উত্তীর্ণ হবার সম্ভাবনা নেই। একইসাথে শাবান মাসের ২৯ তারিখে যদি কোথাও চাঁদ দেখতে না পাওয়া যায়, তবে

অনুমানের উপর নির্ভর করে পরের দিন রোজা পালন করা যাবে না। উক্ত দিনকে সন্দেহযুক্ত দিন বলা হয় এবং সন্দেহযুক্ত দিনে রোজা পালন করা যাবে না। ঠিক এমনই একটি সন্দেহযুক্ত দিনে একবার প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসীর(রাঃ) এর সামনে একটি ভূনা বকরী উপস্থিত হয় এবং তখন তিঁনি(সাঃ) সকলকে বললেন- খাও। কিন্তু জনৈক ব্যক্তি দূরে সরে গিয়ে বলল- আমি রোজাদার। আম্মার ইবনে ইয়াসীর(রাঃ) বললেন- যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত দিনে রোজা রাখে সে আবুল কাসিমের(রসূল সাঃ) সাথে অবাধ্য আচরণ করেছে। (সূত্র: আবু দাউদ ৩য় খন্ড/ ২৩২৭, তিরমিযী)

✓ আর একটি যুক্তি ও তার জবাবঃ

যারা একই দিনে রোযা রাখার কথা বলেন, তাদের যুক্তি খন্ডন করার জন্য এক শ্রেণীর মানুষ বলেন যে, "একই দিনে রোযার কথা বলেন, তাহলে সকল এলাকায় একই সময় নামাযের কথা বলেন না কেন ?" মূলত: এখানে একই দিনে রোজা রাখার কথা বলা হয়েছে, এই সময়ে নয়। রোজা রাখার বিষয়টি যেকোনো এলাকার আকাশে চাঁদ দেখার উপর নিভরশীল এবং এক স্থানের সাথে অন্য স্থানের সর্বোচ্চ সময়ের পার্থক্য ১২ ঘন্টা হতে পারে, এর বেশী নয়(মেরু অঞ্চল সম্পর্কে পূর্বে আলোচিত হয়েছে) । দীবা- রাত্রীর আবর্তনের ফলেই এটি হয়ে থাকে। কিন্তু নামাজের সময়টি চাঁদ দেখার সাথে সম্পৃক্ত এটা কোনভাবেই হবে না। **নামাজের সময় পৃথিবী- সূর্য্যরে আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সময়ের পার্থক্যের সাথে সম্পৃক্ত।** অর্থাৎ আমি যেখানেই থাকিনা কেন, সূর্য্য উদীত হবার পূর্বেই ফজরের নামাজ আদায় করতে হবে, বেলা দ্বিপ্রহরের সময় যোহর, সূর্য্য টলে গেলে আসর, অস্ত গেলে মাগরিব এবং তার পর এশার নামাজ আদায় করতে হবে। যেসকল এলাকায় ৬মাস দিন, ৬মাস রাত হয় অথবা যেখানে কখনই রাত হয়না অথবা যেখানে ২৩ ঘন্টা পর্যন্তও দিন দীর্ঘায়িত হতে পারে, সেখানে সময়ের একটি হিসাব করে, ভিন্ন এলাকা থেকে তথ্য গ্রহন করে নামাজ, রোজা পালন করতে হবে।

✓ <u>এবারে আমরা একটু বাস্তবতার ভেতর প্রবেশ করব:</u>

প্রায় প্রত্যেক রমজান এবং ঈদের সময় আমাদের সাথে আরব/ আফ্রিকা/ মধ্য এশিয়া/ এশিয়ার অনেক দেশ এমনকি পার্শ্ববর্তী দেশের সাথেও এক/ দুই দিনের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আমাদের দেশে চাঁদ দেখার জন্যে একটি জাতীয় কমিটি রয়েছে এবং তারা শুধু বাংলাদেশের জন্যে চাঁদ তল্লাসী করেন। যখন তারা রোজা বা ঈদের ঘোষণা করেন, তখন বলেন- 'দেশের অমুক স্থানে চাঁদ দেখা গেছে এবং তার ভিত্তিতে ঘোষনা করা হল, আগামীকাল থেকে রোজা শুরু।' আবার তারা বলেন- 'দেশের কোথাও চাঁদ দেখা যায়নি।' এর অর্থ হলো, দেশের কোথাও চাঁদ দেখা গেলে তা গ্রহন করা হত।

আচ্ছা ধরুন দেশের সেই "কোথাও" নামক স্থানটি পঞ্চগড় অথবা ধরুন বেনাপোল। যদি পঞ্চগড় বা বেনাপোলে কেউ চাঁদ দেখতে পেত, তাহলেও কিন্তু চাঁদ দেখা কমিটি উক্ত অঞ্চলের মানুষের সাক্ষ্য গ্রহন করতেন এবং তারা তা করে থাকেন। তাহলে উক্ত অঞ্চল থেকে আরেকটু দূরে যিনি/ যারা দাড়িয়ে চাঁদ দেখছেন অথাৎ পঞ্চগড়ের একটু ওপাশে চেংড়াবান্দা অথবা বেনাপোলের একটু ওপাশে পেট্রোপোলে দাড়িয়ে যারা চাঁদ দেখছেন, তাদের সাক্ষ্য চাঁদ দেখা কমিটি কেন গ্রহন করছেন না বা করেন না ? নাকি ওদের ঈমানে কোনো সমস্যা আছে ! তারা তো আমাদের সীমান্তের চেয়ে কয়েক হাত ওপাশে অবস্থান করছে, তাহলে এতকাছে থাকা সত্ত্বেও কেন তাদের সাক্ষ্য গ্রহন করা হয় না ??? বেনাপোল অথবা পঞ্চগড়ের সাথে ঢাকার দূরত্ব ৩০০- ৩৫০ কি: মি: । এতদূরের মানুষদের থেকে ঢাকার কমিটি চাঁদ দেখা সংক্রান্ত বিষয়ে সাক্ষ্য গ্রহন করছেন অথচ উক্ত এলাকা সমূহের থেকে কয়েক মিটার বাইরে দাড়ানো মানুষের সাক্ষ্য গ্রহন করছেন না। সমস্যা কোথায় ! ! **মগজে, হাদীসে নাকি সীমান্তে ???**

এক্ষেত্রে কোন হাদীসটি ফিট করা হবে, যখন একটি অবস্থানে আমার বামপাশে দাড়ানো কিছু লোকের সাক্ষ্য আমি গ্রহন করছি এবং একই দূরত্বে ডান পাশে দাড়ানো লোকের সাক্ষ্য আমি গ্রহন করছি না ? ডান পাশের লোকগুলো যদি ভারত অথবা মায়ানমার হয় এবং তারা যদি সহীহ মুসলিম হয় তাহলে তাদের সাক্ষ্য কেন গ্রহন করা হবে না ? চাঁদ বাবাজীকে দেখার জন্যে জাতীয়তাবাদী ওই সীমানা অনুসরনে আকাশকে আলাদা করার অনুমতি কে দিয়েছে ? রসূল(সাঃ) ???

✓ <u>এবার আমরা নিকট ইতিহাসে প্রবেশ করবঃ-</u>

১৯৭১ এর পূর্বে পশ্চিম পাকিস্থানে চাঁদ দেখা গেলে আমাদের দেশেও রোযা রাখা হতো কিংবা ঈদ উজ্জাপন করা হতো। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর দুটি দেশ আলাদা হয়ে যাওয়ার কারণে রোযা রাখার তারিখ, ঈদ উজ্জাপন করার তারিখও আলাদা হয়ে গেল। তাহলে তখনকার দিনে একসাথে রোজা বা ঈদ পালন করার সিদ্ধান্ত কি সঠিক ছিল ? যদি সঠিক হয় , তবে এখনকারটা সঠিক নয় আর যদি সেটি ভুল হয়ে থাকে তবে , এখনকারটা সঠিক। পূর্বে পাকিস্থান, ভারতের আকাশে চাঁদ দেখা গেলে রোজা রাখা যেত, তাহলে আজ সে আকাশে চাঁদ দেখা গেলে এখানে রোজা/ ঈদ পালন করা যায়না কেন ? এখানে চাঁদ কি রাজনৈতিক পরিচয়ে পরিচিত নয় ? যদি ভারতের আকাশে চাঁদ দেখার ব্যাপারটি আমাদের কাছে স্বীকৃত হয় তাহলে আমরা একসাথে রোজা পালন করতে পারি, তাহলে ভারতও তার পার্শ্ববতী দেশের আকাশের চাঁদকে স্বীকৃতি দিতে পারে।

এভাবে একটি এলাকা যেহেতু আরেকটি এলাকার সাথে সম্পর্কযুক্ত , তাহলে প্রত্যেকের একসাথে রোজা এবং ঈদ পালন করতে সমস্যা কোথায়(উল্লেখ্য: আরব বিশ্ব, মধ্য এশিয়া, এশিয়ার অনেকগুলি দেশ, ইউরোপ এবং আফ্রিকাও একসাথে রোজা, ঈদ পালন করে থাকে) ? এ বিষয়ে সময়ের পার্থক্য সর্বোচ্চ ১২ ঘন্টার পরিবর্তে আমাদের ক্ষেত্রে কেন ১/ ২ দিন দীর্ঘ হয়ে যায় ? **হাদীস অনুযায়ী কিয়ামত হবে ১০ই মুহাররমে। প্রশ্ন হল- ১০ই মুহাররম কোনটি অথবা কয়টি ? আমাদেরটি নাকি ওদেরটি ? আরব, আফ্রিকাতে যদি ১০ মুহাররম আগে হয় তাহলে ওদিকে আগে কিয়ামত হবে। আর যদি সেদিন অথবা তার পরের দিন আমরা আকাশে চাঁদ না দেখতে পাই তবে তার পরেরদিনকে অবশ্যই নিয়মানুযায়ী ১০ই মুহাররম হিসেবে বিবেচনা করা হবে।** সেক্ষেত্রে চাঁদবদন হায়াৎ আরো দুদিন বর্ধিত হবার সম্ভবনা ঠেকানো যাচ্ছেনা। আমরা তওবা পড়ে নি: শঙ্কচিত্তে অবশিষ্ট খাবারটুকু চিবোতে চিবোতে টেলিভিশন, ইন্টারনেটের কল্যানে লাইভ কিয়ামত প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পাব, তা জাতীয়তাবাদী চাঁদের কল্যানে দম্ভের সাথে বলা যাচ্ছে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কারনে সীমানা নির্ধারন করে উম্মাহকে ভাগাভাগি কারা বা দেশ প্রতিষ্ঠা করা আল্লাহর নির্দেশ নয় এবং সুন্নাহও নয়। এভাবে সীমানার উপর নির্ভর করে শরিয়াহর হুকুম জারি করাও সুন্নাহ নয়। উম্মাহ একটি দেহের মত। সারা বিশ্বের সহীহ মুসলিম একটি দেহ, একই তাদের ঈদ। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

"আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। *(আল- কুরআন, ৩: ১০৩)*

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদেরকে জাতীয়তাবাদী চাঁদের হাত থেকে রক্ষা করুন ! এবং পৃথিবীর সব মুসলিমদের একই দিন থেকে রোযা রাখার এবং একই দিন ঈদ পালন করার তৌফিক দান করুন।

✓ চন্দ্র বিভ্রাট

কোনো এক বিধ্বস্ত ধূসর সন্ধ্যা। স্কটল্যান্ডের গগণে কমলাভ এক বিষাদময় চাঁদ উদিত হলো। চাঁদের সিকিভাগ যেন কোনো কারণে কেউ ছুরি দিয়ে কেটে নিয়েছে। বিবিসি চ্যানেল থেকে গম্ভীর কন্ঠে সংবাদপাঠক বলে চললো, **"At last, the devastating day of Destruction or Doomsday has happened across the Middle East."**

ঠিক ২৪ ঘন্টা পরের কথা। এটিএন বাংলার সংবাদপাঠিকার মস্তকে ঘোমটার আবরণ দেখা গেল। নিশ্চয় আল্লহভীতি দেখানোর মতো কোনো কারণ ঘটেছে! জানা গেল কিছুক্ষণ পরেই। ভয়ার্ত কন্ঠে সে বললো, ***"ইউরোপ, আমেরিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার সকল যায়গায় আজ সেই মহাপ্রলয় দেখা গিয়েছে। মানুষ তো দূরের কথা, সেই মহাদেশের অস্তিত্বই এখন খুজে পাওয়া যাচ্ছে না পৃথিবীর মানচিত্রে। এই উপমহাদেশের সকল জীবিত সত্ত্বাকে তাই সতর্ক হয়ে জীবনের শেষ প্রহর কাটানোর জন্য উপদেশ দেয়া হচ্ছে।"***

আরো ২৪ ঘন্টা পরের ঘটনা। এবারে উপমহাদেশেও সেই মহাপ্রলয়ের আগমন ঘটলো। কিন্তু, সতর্ক করে দেবার মতো কোনো জীবন্ত সত্ত্বা তখন পৃথিবীর বুকে টিকে নেই। পাঠক সমাজ হয়তো আমাকে পাগল ভাবছেন। কিংবা মনে করছেন আমি রসিকতা করছি। ব্যাপারটা মোটেই সেরকম কিছু নয়। ব্যাপারটি আপনারা চালাক হলে আমি কিবলতে চাচ্ছি আগেই বুঝতে পেরেছেন আশা করি।আর বুঝতে না পারলেও ভয় নেই। খুবই সহজ বিষয়। মিনিট দশেকের একাগ্রচিত্ত আপনাকে এই মহামূল্যবান বিষয়টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন করে দিবে।

তার আগে কিছু সাহিত্যের কথা বলে নেই। কবিদের কবিতায় কিংবা গদ্যকারের গদ্যে আকাশের গোলাকার যে বস্তুটি নিয়ে সবচেয়ে বেশী মাতামাতি লক্ষ্য করা যায়; যে বস্তুটি হাতে পাবার লোভ দেখিয়ে ছোট্ট শিশুকে মা ভাত খাওয়ান; যে বস্তুটি বৈধ এবং অবৈধ ভালবাসা উভয় ক্ষেত্রেই উপমা হিসেবে ব্যবহৃত হয়, সেটা হচ্ছে চাঁদ- পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ।

সাম্প্রতিক সময়ে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, এই বস্তুটি কেবল সাহিত্যিকদের সাহিত্যরসের রসদই নয়; এটা বিভিন্ন ব্লকের আলিমদের একটি বিতর্কের মাধ্যমও বটে। চন্দ্র দেখে মাস শুরু করার যে বিষয়টিতে রাসূল(স) এর সময়ে কোনো ধানাই-পানাই ছিলো না; যে বস্তুটির ক্ষেত্রে অধিকাংশ ক্লাসিকাল স্কলাররা একমত; সে বিষয়ে বর্তমান সময়ে মতানৈক্য মহামারী আকার ধারণ করেছে। এবং আরো মজার বিষয় হচ্ছে, চাঁদ দেখে রোজা রাখার বা ঈদ করার বিভিন্ন কায়দা কানুন দিয়ে আমরা কে কোন দলের বা কোন ব্লকের সেটার হিসেব কষতে থাকি; যদিও সেটা ইসলামের জন্য ক্ষতিকর, তা সত্ত্বেও।

এবারে কিছু বাস্তব অসঙ্গতির কথা উল্লেখ করা যাক

প্রথমত, যদি কিয়ামত ১০ই মহররম, শুক্রবার (সেটার দলীল আমার কাছে নেই) হয়ে থাকে তবে কি তা সৌদি আরবের ১০ তারিখ? নাকি ইউরোপের? না বাংলাদেশের? এ কথাটা যদি সত্য হয়ে থাকে যে, সেই নির্দিষ্ট দিনেই কিয়ামত হবে; তবে এই নোটের প্রথম তিন প্যারা কল্পনা নয়; বাস্তব সত্য মাত্র।

দ্বিতীয়ত, আমরা সকলেই জানি হজ্জের সময় জিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখ আরাফাতের ময়দান ভ্রমণ করতে হয়।এই আরাফার দিনে রোজা রাখা সুন্নত। তো ব্যাপারটা হচ্ছে, হাজীরা তো সৌদি আরবের ০৯ তারিখ আরাফাতের ময়দানে অবস্থান

করেন; কিন্তু আমাদের দেশের তো তখন জিলহজ্জ মাসের ০৮ তারিখ কিংবা ০৭ তারিখ থাকে, ০৯ তারিখ না। তাহলে আমরা কেন ০৭ কিংবা ০৮ তারিখে রোজা রাখবো ?

তৃতীয়ত, আরবী বছরে একটি রাত আছে, যে রাতে ইবাদত করা হাজার বছর ইবাদতের চেয়েও উত্তম। যদিও নির্দিষ্ট করে বলা নেই কবে এই মহিমান্বিত রাত্রি বা লাইলাতুল ক্বদর, তবুও অনেক আলিম, স্কলার আর মুহাদ্দীসদের মতে এটি রমজানের ২৭ তম রজনীতে হবার সম্ভাবনা বেশি। তাই যারা বেশী পাপ কাজ করেছেন, তারা সৌদি আরব, ইউরোপ আর বাংলাদেশ ভ্রমণ করলে টানা তিন রাত এই অসামান্য ফায়দা লাভের সুযোগ পেয়ে যাবে।

চতুর্থত, ধরুণ কোনো ব্যাক্তি রমজানের শুরুতে বাংলাদেশে ছিলো। দূর্ভাগ্যজনকভাবে সেদিন এখানের চাঁদ দেখা যায়নি।তাই বাধ্য হয়েই রোজা শুরু করলো পরের দিন।তো সেই লোকের ধরুণ কাজের খোজে সৌদি আরবে পাড়ি জমানোর সুযোগ পেল মধ্য রমজানে। এখন সেখানে গিয়ে সে দেখলো, রোজা দুই দিন আগে শুরু হয়েছে(কারণ চাঁদ উঠতে দেখা না গেলেও তারা এস্ট্রোনোমিকাল ক্যাল্কুলেশন করে নাকি ঠিক করেছে যে চাঁদ কবে দেখা যেতে পারে। আর এভাবেই নাকি তারা আগের দিনেই রোজা শুরু করে দিয়েছে) । তা সৌদি আরবে ২৯ রোজার পরের দিন ঈদ হলো।এখন সেই হতভাগা ব্যাক্তি কি ২৭ রোজা রেখেই ঈদ করবে? (এ কেমন কথা! !) পক্ষান্তরে, সৌদি থেকে রোজার শুরুতে কেউ বাংলাদেশে এসে রমজানের মধ্যভাগ পেলে তার ঈদ হবে তার রাখা ৩১ কিংবা ৩২ রোজার পর! ! এটাও কেমন জানি দৃষ্টিকটু লাগছে!

পঞ্চমত, ধরুণ এই রমজানে কোনো কারণে ভারত আমাদের সীমান্তের কোনো জেলা দখল করে সেটাকে তার কোনো অঙ্গরাজ্যের দ্বারস্থ করে দিলো। এখন সে জেলার লোকেরা যদি ওই রাজ্যের একদিন পরে রোজা শুরু করে আর ঈদ হয় ২৯ রোজার পরে, তাহলে কি এই জেলার লোকেরা এখন ২৮ রোজায় ঈদ করবে(কারণ চাঁদ তো দেখা গেছে) ??

এবারে আসা যাক চাঁদ দেকে মাস শুরু করা নিয়ে কিছু সাধারণ বিভ্রাটের কথায়। কোরআনে বলা হয়েছে,

অর্থাৎ, "তোমরা যারা রমজান মাসের চাঁদ দেখ, তারা রোজা রাখ।" ***(সুরা বাকরাঃ ১৮৫)***

এখানে কিন্তু, যারা চাঁদ দেখেছে তাদেরকে রোজা রাখার কথা বলা হয়েছে। তো প্রশ্ন হলো, আপনি জীবনে কয়বার চাঁদ দেখে রোজা শুরু বা শেষ করেছেন? যদি আপনি স্বচক্ষে চাঁদ দেখে না থাকেন, তাহলে কি রোজা হবে না? আমি তো জীবনের সব রমজানের বা ঈদের চাঁদ দেখে রোজা বা ঈদ পালন করিনি। চাঁদ দেখা কমিটির কারা কারা আছে, ওদের কথা শুনেই শুরু করে দিলাম।

"এখন আরেকটা প্রশ্ন থেকে যায়, তা হচ্ছে এটার কোনো সীমানা আছে নাকি। অর্থাৎ, ভৌগোলিক সীমানা এখানে কোনো নিয়ামক হিসেবে কাজ করবে নাকি। গতকাল কোন এক সাইটে দেখলাম বেশ জোর গলায় বলছে, যে কোনো দেশের আলিমরা যেটা মেনে নেন সেটাই আমরা মেনে নিতে বাধ্য থাকবো।কিন্তু, আমার প্রশ্ন হচ্ছে, সব দেশের যেসব আলিমরা সরকারের দ্বারস্থ হোন, তারা যতটা না জ্ঞানের কারণে পদবী পান, তার চেয়ে বেশী পান বিলকুল হারাম বস্তু বা কাজকে হালাল করে কিংবা ইসলামকে সেকুলারাইজ করে। ব্যাপারটা বুঝার জন্য খুব বেশী জ্ঞানী হওয়ার দরকার নেই যে বর্তমান যুগে সৌদি আরবের গ্র্যান্ড মুফতির আসনে সে আলিম বসতে পারবেন না যিনি রাজতন্ত্রকে হারাম বলেন। একইভাবে বাংলাদেশের বায়তুল মোকাররমের খতীব হওয়ার প্রধান যোগ্যতা থাকতে হবে গণতন্ত্রের মত স্পষ্ট শিরককেও বৈধ ঘোষণা করা। একইভাবে শেয়ার ব্যবসা, সুদভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা কিংবা সেকুলার আদালতকে যে যতটা গুছিয়ে, যতটা সুচারুভাবে সাধারণ মানুষের ব্রেইনওয়াশ করে হালাল ঘোষণা করতে পারবে, তার উচ্চাসন ততটাই নিশ্চিত। আর এসবের বিরুদ্ধে সোচ্চার আলিমদেরকে পদবী তো দূরের কথা, অস্তিত্বের জন্যই পুলিশ- র‍্যাবের ভয়ে টতস্থ থাকতে হয়"

✓ আমাদের করণীয়-

- **প্রথমত, আমাদের সজাগ থাকতে হবে যে চাঁদ কোথাও দেখা যায় কিনা। এমন অনেক ওয়েবসাইট আছে যেখানে এই নিয়ে প্রতি ১০ মিনিট পর পর আপডেট দেয়া হয়। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, আমাদের সজাগ দৃষ্টি। আমরা (মনের সন্তুষ্টির জন্য) যদি বার্সা- রিয়াল, ভারত- পাকিস্তানের খেলা দেখার জন্য রাত জাগতে পারি, তবে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য যে রোজা রাখবো তা নিশ্চিত হয়ে ঠিকভাবে রাখার জন্য কি রাত জাগতে পারবো না। আর সবসময় নিশ্চয় এমনটাই হবে না যে, পশ্চিমাদের দেশেই চাঁদ আগে দেখা যাবে যার জন্য আমাদের না ঘুমিয়ে থাকতে হবে।**

- চাঁদ দেখার বিভিন্ন অঞ্চলের সময়ের সর্বোচ্চ পার্থক্য ১০ ঘন্টা।অর্থাৎ, সবচেয়ে পশ্চিমের দেশে সেটা দেখা গেলেও সবচেয়ে পূর্বের দেশে সুবহী সাদিক এর সময় গড়াবে মাত্র। আর আল্লাহ সঠিক পন্থায় আমাদের চেষ্টাটাই লক্ষ্য করবেন। মুসলিমরা একসাথে থাকার সময়, অর্থাৎ **ইসলামিক খিলাফাহ এর সময়, যে কোনো অঞ্চলে চাঁদ দেখা গেলে ঘোড়া ছুটিয়ে কিংবা কোনো বিশেষ বাতি জ্বালিয়ে বা শব্দ শুনিয়ে সবাইকে জানিয়ে দেয়া হতো যে নতুন মাসের চাঁদ দেখা গিয়েছে।** এইসকল মতানৈক্যের প্রধান কারণ মুসলিমরা আজ তাদের একসাথে থাকার গ্রাউন্ড হারিয়েছে, হারিয়েছে তাদের ভিশন, হারিয়েছে পৃথিবী নেতৃত্ব দেবার রাজনৈতিক ও সামরিক ঐক্য। আর এর সবই হয়েছে প্রায় ১৩০০ বছরের বিচিন্ন সময়ে জয় করা একটা বিশাল ঐক্যবদ্ধ জাতিকে যখন ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ৫৮টি ক্ষুদ্র, অস্থিতিশীল রাষ্ট্রের প্রয়াশ নেয় ইসলামের শত্রুরা। আজ সময় এসেছে আবার রাসূল(স) এর আদর্শে ঐক্যবদ্ধ হয়ে পৃথিবী নেতৃত্ব দেবার।
- আমাদের এলাকা- মহল্লার ইমামদের সাথে এই নিয়ে কথা বলা প্রয়োজন। তারা অনেকেই বিষয়টা জানেন, তবে চাকরী, মসজিদ কমিটি আর পুলিশ- র‍্যাবের ভয়ে অনেক কিছুই বলতে পারেন না। **যেই দেশে ইমামের খুতবা সরকার ঠিক করে দেয়, সেই খুতবা না পড়লে আবার ইমামকে অ্যারেষ্ট করা হয়, যেই দেশে ইমাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে 'ব্যালী ড্যান্স' দেখানো হয় আর যে দেশের ইমাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সবচেয়ে বেশী ভ্রমণ করেন মার্কিন পররাষ্ট্রদূত(একজন খৃষ্টান) সে দেশে নিশ্চই সেসব আলিমরাই সুখে থাকবেন যারা ইসলামের আসল সত্য লুকিয়ে ইসলামের পাশ্চাত্য ভার্সন বের করবেন।** আর আমরা সাধারণ, শিক্ষিত জনতা এই বিষয়ে কথা বললে সমাজের লোকেদের এই বিষয়ে ভুল ভাঙ্গবে।
- **'আজ বাংলাদেশে ঈদুল ফিতর পালিত হচ্ছে।' আর 'আজ সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ঈদুল ফিতর পালিত হচ্ছে।'** কথা দুইটির পার্থক্য অনেক। কাফিররা আমাদের বলে, তোমরা তো একইদিনে তোমাদের প্রধান উৎসবই করতে পারো না, তোমাদের আবার **Unity** কি? তার উপর বাংলাদেশের ঈদ বলে আমাদেরকে মুসলিম পরিচয় ভুলিয়ে অঞ্চলভিত্তিক জাতীগত পরিচয়কে বড় করে দেখানো হচ্ছে।

তাই একই দিনে ঈদ করার কথা সুনলে আপনাকে কেউ সহজেই মেনে নিবে, একথা ভুলেও ভাববেন না। তাতে কি? আল্লাহ তো মেনে নিবেন। আর তার সন্তুষ্টিই তো আমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

রোজা কোন সাধারন ইবাদত নয় । এটি ইসলামের স্তম্ভ হওয়ায় এর গুরুত্ব অপরিসীম ।
এ বিশৃঙ্খল অবস্হা সম্পর্কে ১৬ অক্টোবর ২০০৬ তারিখে এক প্রেস রিলিজে ৫৭টি দেশ নিয়ে গঠিত ইসলামী সহযোগিতা সংস্হা (ও. আই. সি) –এর মান্যবর মহাসচিব একমেলেদ্দীন ইহসানোগলু বলেন, '' এবছর (২০০৬) ঈদুল ফিতর ঈদুল ফিতর উদযাপনে সময়ের পার্থক্য ৩ দিন পৌছেছে । আধুনিক বিজ্ঞান বিশেষত: জ্যোতির্বিজ্ঞানের অভাবনীয় অগ্রগতির যুগে এই অবস্হা দু: খজনক । ইসলামী উৎসবগুলোর বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে । এসব উৎসব বিশ্বের সব মুসলিমের হৃদয়ে ঐক্যের বার্তা পৌছে দেয় । এই ঐক্য এসব উৎসবের নির্যাস হিসেবে প্রকাশ পায় । কিন্তু এসব উৎসব বর্তমানে মুসলিমদের মধ্যে ঐক্যের বদলে অনৈক্য ও বিভেদের উপলক্ষ্য হিসেবে উপস্হিত হয়েছে । এতে মুসলিমদের ইতিবাচক ভাবমূর্তি প্রকাশ পাচ্ছে না । এটি একটি বড় ধরনের ভুল । কারণ এসব ধর্মীয় উৎসব ধর্মের বস্তুনিষ্ঠতা থেকে দূরে সরে যেয়ে একঘেয়েমি ও কুপমন্ডুকতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে । এ ব্যাপারে ইসলামী সম্বেলন সংস্হা (ও. আই. সি) ১৯৮০ - র দশক হতে লিখিতভাবে এবিষয় নিয়ে সোচ্চার । ও. আই. সি এবিষয়ের উপর প্রস্তাব গ্রহণ করেছে এবং বিভিন্ন সম্বেলনে এবিষয়টি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আসছে ।মুসলিম দেশগুলোতে একটি একক ক্যালেন্ডার অবলম্বন করার জন্য হিজরী ক্যালেন্ডারকে ধর্মীয় ও বিজ্ঞানের মুলনীতি প্রয়োগ করে পরিমার্জিত করতে হবে । এব্যাপারে ব্যবস্হা নিতে ইসলামী আইনবিদ্যা কেন্দ্রকে অনুরোদ করছি ।পরিমার্জিত এ হিজরী ক্যালেন্ডার বিশ্বের সব মুসলিমকে রোজা ও অন্যান্য উৎসবগুলোতে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করবে । এবিষয়ে বিভক্তি ও অনৈক্য দুর করতে মুসলিম বিশ্বের ধর্মীয় ও নেতৃস্হানীয় কর্তাব্যক্তিদের এক সাথে কাজ করতে আহবান জানাচ্ছি ।

✓ <u>বিশ্বব্যাপী চার দিন ধরে মুসলিম উৎসবগুলো অনুষ্ঠিত হওয়ার কারণসমূহ :</u>

বিশ্বব্যাপী চার দিন ধরে মুসলিম উৎসবগুলো অনুষ্ঠিত হওয়ার কারণসমূহের একটি প্রধান কারণ হলো – হিজরী সন গণনা কৌশলের ভিন্নতা এবং মুসলিম প্রধান ও সংখ্যালঘু মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে সমান্নয়হীনতা ।
দেশ অনুযায়ী হিজরী সন গণণা পদ্ধতির ভিন্নতা রয়েছে । যেমন :

১. দেশের রাজনৈতিক সীমার মধ্যস্হ স্হলভাগে খালি চোখে নতুন চাঁদ দেখার খবর প্রচার করে দেশে হিজরী সনের মাস শুরু করা । যেমন : বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, ওমান, মরক্কো এবং ত্রিনিদাদ- টোবাগো ।

২. চাঁদের জন্ম ও মক্কায় সূর্যাস্তের পর চাঁদ অস্ত যাওয়ার জ্যোতির্বিজ্ঞানের তথ্য দিয়ে অগ্রিম ক্যালেন্ডার প্রস্তুত করা । বিশষে কোন কারণে কখনো রোজা ও হজের মাস এক দিন এগিয়ে আনা । যেমন : সৌদি আরব ।

৩. সৌদি আরবের ঘোষনা অনুসরন করা । যেমন : কাতার, কুয়েত, আরব আমিরাত, বাহরাইন, ইয়েমেন, আফগানিস্তান, ফিলিস্তিন ।

৪. মাসের ২৯তম দিনে চাঁদের জন্ম ও সূর্যাস্তের ৫মিনিট পর চাঁদ অস্ত গেলে নতুন মাস শুরু করা । যেমন : মিসর ।

৫. পাশবর্তী দেশ হতে মাস শুরু করার খবর সংগ্রহ করা । যেমন : নিউজিল্যান্ড অস্ট্রেলিয়া হতে , মালদ্বীপ শ্রীলন্কা হতে খবর সংগ্রহ করে রোজা ও ঈদ করে ।

৬. বিশ্বে প্রথম মাস শুরুর ঘোষক দেশের অনুসরন করা । যেমন: ওয়েস্ট ইন্ডিজের দেশগুলো , জ্যামাইকা, বার্বাডোস

৭. চাঁদের বয়স, উচ্চতা, সূর্যাস্ত ও চাঁদ অস্ত যাওয়ার সময়ের ব্যবধান বিবেচনা করে মাস শুরু করা । যেমন: আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া

৮. নিজস্ব ভুখন্ডে ফজরের আগে চাঁদের জন্ম বিবেচনা করে মাস শুরু করা । যেমন: লিবিয়া

৯. চাঁদের বয়স ৮ ঘন্টা, উচ্চতা ২ ডিগ্রী, কৌনিক ব্যবধান ৩ ডিগ্রী এর বেশী হলে মাস শুরু করা । যেমন: মালয়েশিয়া, ব্রুনাই, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর

১০. আগেই পাটীগণিতের সুত্র দিয়ে অগ্রীম পন্জিকা বানানো । যেমন : ইসমাইলিয়া ও কাদিয়ানী । মুলত এরা অমুসলিম জাতি ।

১১. আন্তজার্তিক ক্ষেত্রে পরিচিত দুরর্বতী দেশকে অনুসরন । যেমন : মালয়েশিয়াকে জাপান, তাইওয়ান, কোরিয়া, পালাউ অনুসরন করে

১২. বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মানদন্দ ব্যবহার করা । যেমন: নাইজেরিয়া সহ আফ্রিকার কিছু দেশ ।

১৩. বিশ্বের কোথাও সর্বপ্রথম নতুন চাঁদ দেখার বা তার সম্ভাবনাকে বিবেচনা করা । যেমন: লেবানন

১৪. ৪৮০ মাইল দূরত্বকে নতুন চাঁদ দেখার ভিন্ন উদয় অঞ্চল বিবেচনা করে খালি চোখে নতুন চাঁদ দেখে একই দেশে দুই দিন মাস শুরু করা । যেমন: ভারতের পশ্চিম বাংলা, ত্রিপুরা, মনিপুর, গুজরাট সহ বিভিন্ন প্রদেশ ।

১৫. বিশ্বের কোথাও সর্বপ্রথম চাঁদের জন্ম এবং মক্কার সূর্যাস্তের পর চাঁদের অস্ত যাওয়ার মাধ্যমে মাস শুরু করার ঘোষনা করা । এ পদ্ধতিতে বিশ্বের কোথাও না কোথাও নতুন চাঁদ দেখার সম্ভাবনাকে বিবেচনা করা হয় তা খালি চোখেই হোক বা শক্তিশালী দুরবীন দিয়েই হোক। যেমন: আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ইসলামী আইনবিদ পরিষদ এবং ইউরোপিয়ান কাউন্সিল অব ফাতওয়া এন্ড রিচার্সের নিয়ন্ত্রনাধীন এলাকা ও দেশসমূহ ।

(দেখুন: http://www.moonsighting.com/methods.html)

এধরনের ভিন্ন ভিন্ন মানদন্দের ভিত্তিতে মাস শুরুর করায় মুসলিম বিশ্বে বিচ্ছিন্নতা ও অনৈক্য তৈরী হয়েছে এবং ধর্মীয় উৎসবগুলো সার্বজনীনতা ও ধর্মীয় তাৎপর্য হারাচ্ছে । এঅবস্হা এক সময় অন্যান্য ধর্মানুসারীদের ক্ষেত্রেও ঘটেছিল ।কিন্তু তারা এ অবস্হা কাটিয়ে ওঠেছে । **যেমন : খ্রীষ্টাব্দকে জুলিয়াস সিজার ও পোপ গ্রেগরী সংস্কার সাধন করলেও দেশ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন তারিখ ব্যবহার হতো।**

বিশ্বের ৫৭টি মুসলিম দেশ এবং সকল মুসলিমের প্রতিনিধিত্বকারী বিশ্ব মুসলিম সংগঠন ও, আই, সি- এর ফিকহ একাডেমী ১৯৮৬ সনের ১১- ১৬ অক্টোবর জর্ডানের রাজধানী আম্মানে অনুষ্ঠিত শীর্ষ সম্মেলনে শতাধিক শরীয়াহ্ বিশেষজ্ঞের সর্ব সম্মতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, "বিশ্বের কোন এক দেশে চাঁদ দেখা গেলে সকল মুসলিমকে ঐ দেখার ভিত্তিতেই আমল করতে হবে।"

(দেখুন : http://www.newmoonbd.com/oic_decision.php

✓ মাজহাব এর ইমামগনের মতঃ

ইমাম আবু হানীফা (রাঃ) , ইমাম মালেক (রাঃ) , ইমাম আহমদ (রাঃ) ও প্রখ্যাত আলেমগণ এ হাদীসের সম্বোধন ব্যাপক ও বিশ্বজনীন হওয়ার যুক্তিতেই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, যদি পৃথিবীর এক প্রান্তে প্রথম চাঁদ দেখা যায় তাহলে অন্য প্রান্তে

সে খবর নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত হলে তাদের উপরও একই দিনে রোজা শুরু ও ঈদ করা ফরজ। কারণ নতুন চাঁদ উদয়ের স্থানের বিভিন্নতার কোন গুরুত্ব নেই এবং সর্বপ্রথম হেলালকেই সারা বিশ্বের সকলের অনুসরণ করতে হবে।
(উপরোক্ত বক্তব্য প্রমাণের জন্য দেখুনঃ সিয়াম অধ্যায়- ফাতাওয়া, শামী, আলমগীরি, মারাকিউল ফালাহ, বাহ্‌র রায়েক, কাজীখান, ফাতহুল কাদীর, বাজাজিয়াহ, আল ইখতিয়ার, আল- ফিকহুল ইসলামী। মালেকী মাজহাবের আল- মনুতাকা, শরহে জুরকানী, আশ সরহুছ ছগীর, ফাতহুর রাহীম, হাম্বলী মাজহাবের- মুগনী, রওদুন নাদী, জাদুল মুসতাকান, আস- আলসাবীল ফি মারেফাতিদ দালীল, আল- কাফী আল- মুর্হারের ইত্যাদি কিতাব)

আমরা হানাফী মাজহাবের হয়েও **(যারা মাজহাব মানেন)** এতকাল যাবত শাফেয়ী মাজহাবের অনুকরণে স্থানীয় দেখার উপর ঈদ, রোজা করে আসছিলাম ওজরের কারণে।

কিন্তু দ্রুত যোগাযোগ মাধ্যম আবিষ্কৃত ও সহজ লভ্য হবার কারণে বহু পূর্বেই সে ওজর দূর হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তবুও আমরা অবচেতনভাবে আগের মত করে যাচ্ছি। অনেক আলেম তো রেডিও – টিভিকে যাদুর বাক্স বলেই দায়িত্ব সেরে ফেলেছেন। অনেকের ধারণা, নতুন করে করতে গেলে ফেতনা বাড়বে। প্রশ্ন হচ্ছে, ফরজ সিয়াম ও ওয়াজিব ঈদ যদি সঠিকভাবে কারার পদক্ষেপকে ফেতনা বলেন, তাহলে ফেতনা জিনিসটা কি জানতে ইচ্ছে হয়। সরকারীভাবে উদ্যোগ নিলে তো আর এ ধরনের মতানৈক্যের প্রশ্ন উঠতো না।

ঢাকায় **1983** সালে ইসলামী পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকে ওআইসি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, অভিন্ন তারিখে গোটা মুসলিম বিশ্বে ইসলামী ইবাদত অনুষ্ঠানগুলো করা হবে। তখন ইস্তাম্বুল ভিত্তিক হেলাল কমিটি এসে রিপোর্টও দেন যে, সারা বিশ্বের আলেমদের মতৈক্য প্রতিষ্ঠা হয়েছে যে, একই দিনে সারা বিশ্বে রোজা আরম্ভ ও ঈদ করাই শরীয়তের বিধান এবং তা আধুনিক বেতার যুগে পালন করা সম্ভব। কিন্তু কই অন্যান্য বিষয়ের মত ইসলামের এ রুকনটিও কাগুজে সিদ্ধান্তই রয়ে গেল। সত্যি কথা বলতে কি এটা এখন আমাদের জাতীয় সমস্যা। হানাফী মাজহাবে যে সিদ্ধান্ত রয়েছে তা গ্রহণ করে বৃহত্তর মুসলিম বিশ্বের সাথে প্রথম হেলাল- দর্শনকে ভিত্তি করে একই দিন রোজা শুরু করে একই দিন ঈদ পালন করলে একদিকে যেমন কিতাব অনুযায়ী আমল হবে অন্যদিকে এক উম্মাহ্ চেতনা আরো জোরদার হবে।

বর্তমানে আমরা যেভাবে রোজা ও ঈদ পালন করছি এটা শাফেয়ী মাজহাবের মতে হচ্ছে।

এমনকি শাফেয়ী মাজহাব যে ৪৮০ মাইলকে একটি হেলাল- দর্শনের আওতা বলে রায় দিয়েছেন । অভিন্ন পাকিস্তান আমলে লাহোর- পিণ্ডিতে চাঁদ দেখলে পূর্ব- পাকিস্তানেও ঈদ করা হতো। এখন কখনো কখনো তারা আমাদের ১ দিন আগে ঈদ করে যাচ্ছে। সন্দেহ নিরসনের জন্য বলতে হয় ***হানাফী মাজহাবসহ তিনটি মাজহাবের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হলো : নতুন চাঁদ উদয়ের স্থানের বিভিন্নতার কোন গুরুত্ব নেই এবং সর্বপ্রথম হেলালকেই সারা বিশ্বের সকলের অনুসরণ করতে হবে।***

সুতরাং হানাফী মাযহাবের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হলোঃ পৃথিবীর যে কোন দেশেই নতুন চাঁদ উদয় প্রমানিত হয়ে নির্ভরযোগ্য সূত্রে নতুন চাঁদ উদয়ের খবর দূরবর্তী কোন দেশে পৌছে তাহলে সে দেশের মুসলিমদের চাঁদের সাথে সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় উৎসবসমূহ পালন করতে হবে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের ৯০% - এর বেশী মুসলিম হানাফী মাযহাবের অনুসারী।

ইমাম মালিক (রাঃ) - এর অভিমতঃ-

১. যখন বসরা শহরবাসী রমজানের নতুন চাঁদ দেখবে, অতঃপর তা কুফা, মদীনাও ইয়েমেনবাসীদের কাছে পৌছবে তাহলে ইমাম মালিক (রহঃ) থেকে তাঁর শিষ্যদ্বয় ইবনুল কাসিম ও ইবনে ওয়াহাবের বর্ণনামতে শেষোক্ত দেশবাসীর প্রতিও ওয়াজিব হয়ে যাবে। অথবা যদি বাদ পড়ে তবে সে রোযা কাযা করতে হবে। *(উৎস আল- মুনতাকা- শরাহল মুয়াত্তা ২য় খন্ড পৃঃ ৩৭) ।*

২. এবং রোযা রাখার নির্দেশ ব্যাপকভাবে সকল দেশকে শামিল করবে। চাই সে দেশ কাছে হোক বা বহুদুরে হোক। *(উৎসঃ শরহুজ জুরকানী ২য় খন্ড পৃঃ ১৯২/ আশ্- শরহুছ ছগীর ২য় খন্ড পৃঃ৪/ ফাতহুর রাহীম ১ম খন্ড পৃঃ১৩০)*

সুতরাং মালিকী মাযহাবের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হলোঃ নতুন চাঁদ উদয় প্রমানিত হয়ে নির্ভরযোগ্য সূত্রে চাঁদ উদয়ের খবর দূরবর্তী কোন দেশে পৌছে তাহলে সে দেশের মুসলিমদের চাঁদের সাথে সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় উৎসব সমূহ পালন করতে হবে। উল্লেখ্য, হযরত মালিক (রাঃ) ছিলেন সাহাবী।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) - এর অভিমতঃ-

কোন একটি দেশের ১. লোকেরা নয়া চাঁদ দেখবে সকল দেশের লোকদের উপর রোযা ফরজ হয়ে পড়ে। (উৎসঃ মুঘনী পৃঃ ৭৯/ আররদুন নাদী শরহ কাফীল মরতাদী পৃঃ ১৬১/ জাদুল মুসতাকনে পৃঃ ৭৮ / আস- সালসাবীল ১ম খন্ড পৃঃ২০২ / উমদাতুল ফিকহ- পৃঃ৪৯)

২. চাই সে দেশ কাছে হোক বা দূরে হোক। (উৎস : উদমাতুল ফিকহ- পৃঃ ৪৯ / মুযনী পৃঃ ৭৯) ।

৩. চাই চাঁদ উদয়ের স্থান ও কাল ভিন্নই হোক। (উৎসঃ উমদাতুল ফিকহে পৃঃ ৪৯) ।

সুতরাং হাম্বলী মাযহাবের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হলোঃ নতুন চাঁদ উদয় প্রমানিত হয়ে নির্ভরযোগ্য সূত্রে চাঁদ উদয়ের খবর দূরবর্তী কোন দেশে পৌছে তাহলে সে দেশের মুসলিমদের চাঁদের সাথে সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় উৎসব সমূহ পালন করতে

হবে।

শাফেয়ী মাযহাবঃ

যদি চাঁদ কোন এক দেশে দেখা যায় অথচ অন্য দেশে দেখা গেল না, তাহলে দেশ দুটি কাছাকাছি হয় তাহলে উভয় দেশ এক দেশের মতো গন্য হবে। আর দূরবর্তী হয় তাহলে দুটি মত রয়েছে। তার মধ্যে শুদ্ধতর মত হলো এক্ষেত্রে অন্য দেশের লোকদের প্রতি এর হুকুম বর্তাবে না। (উৎসঃ রওদাতুত্তালেবীন ২য় খন্ড পৃঃ ৩৪৮/ মাতনুল মিনহাজ মা'মুযনিল মুহতাজ ১ম খন্ড পৃঃ ৪২২। আল- মুহাজ্জাব ১ম খন্ড পৃঃ ১৭৯ শরহমুসলিম (লিন্- নব্বী) ৭ম খন্ড, ১৯৭ পৃঃ। এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ১ম খন্ড পৃঃ ২৩২)

সুতরাং পৃথিবীর যে কোন স্থানে যে কোন ভাবে চাঁদ দেখা প্রমানিত হলে সারা বিশ্বে মুসলিমদের উপর ইসলামের বিধি- বিধান পালন করা এবং হিজরী সন গণনা করা সম্পর্কে একমাত্র ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) ছাড়া বাকী সব ইমাম ঐক্যমত পোষন করেছেন। **কিন্তু পরবর্তীতে শাফেরী মাযহাবের মুজতাহিদরা (গবেষক) এ নিয়ে গবেষণা করে বিভিন্ন ধরনের মত পোষন করেছেন।** শাফেয়ী মাযহাবে দ্বিমত থাকায় এবং বাকী তিন মাযহাব ঐক্যমত পোষন করায় পৃথিবীর যে কোন স্থানে যে কোন ভাবে চাঁদ দেখা প্রমানিত হলে যারা বিশ্বে মুসলিমদের উপর ইসলামের বিধি- বিধান পালন করা এবং হিজরী সন গণনা করা অবশ্য করণীয় (ওয়াজিব)।

বিশ্বের ৫৭টি মুসলিম দেশ এবং সকল মুসলিমের প্রতিনিধিত্বকারী বিশ্ব মুসলিম সংগঠন ও, আই, সি এর ফিকহ একাডেমী- বিশেষজ্ঞের সর্ব অক্টোবর জর্ডানের রাজধানী আম্মানে অনুষ্ঠিত শীর্ষ সম্মেলনে শতাধিক শরীয়াহ্ ১৬- ১১ সনের ১৯৮৬ সম্মতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, "বিশ্বের কোন এক দেশে চাঁদ দেখা গেলে সকল মুসলিমকে ঐ দেখার ভিত্তিতেই আমল করতে হবে।" ইসলামিক ফিকহ একাডেমীর উক্ত সিদ্ধান্তটি নিম্নে উপস্থাপিত হল-

RESOLUTIONS AND RECOMMENDATIONS Of THE COUNCIL OF THE ISLAMIC FIQH ACADEMY 1985-2000

Islamic Development Bank
Islamic Research and Training Institute
JEDDAH

Islamic Fiqh Academy
JEDDAH

RESOLUTION No 18 (6-3)

CONCERNING UNIFICATION OF THE BEGINNING OF LUNAR MONTHS

The Council of the Islamic *Fiqh* Academy, holding its Third session Amman (Hashemite Kingdom of Jordan), from 8 to 13 Safar 1407 H (11 to October 1986);

Having reviewed the following two issues regarding the "Unification of the beginning of lunar months":

1. The effect of differences in horizons on the beginning of lunar month
2. Determining the first day of lunar months by means of astronomical calculations..

Having taken note of the studies submitted by the Members and the experts on t issue ;

RESOLVES

First: If sighting of the crescent is established in one country, all Muslir must abide by it. The difference in horizon is not relevant because t ordinance for starting and ending the fasting is universal.

Second: It is mandatory to accept the sighting. However, one may get assistan from astronomical calculation and observatories with due considerati to the sayings of the Prophet (PBUH) and scientific facts.

Verily Allah is All-Knowing

Organization of the Islamic Conference
Islamic Fiqh Academy
P.O.Box 13719 Jeddah 21414 - Saudi Arabia
Tel: 6609329 / 6671664 / 6672288 - Fax: 6670873

Legal Deposit No.
ISBN: 9960-32-090-1

ভি.আই.পি. অনুবাদ
সরকার অনুমোদিত : নং-১০৮০০০/১০৩৬৮
১/বি, ডি.আই.টি. এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
মোবাইল : ০১৭১২২৮৮৪২৫

V.I.P TRANSLATION
Govt. Approved : No-108000/10368
1/B, D.I.T. Avenue, Motijheel, Dhaka-1000, Bangladesh
Phone : 01712288425

(অনুবাদ কপি)

ইসলামিক ফিকহ একাডেমীর মজলিস সভার সিদ্ধান্ত ও সুপারিশমালা ১৯৮৫- ২০০০

(মনোগ্রাম)
ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংক
ইসলামিক গবেষণা ও ট্রেনিং প্রতিষ্ঠান
জেদ্দা

(মনোগ্রাম)
ইসলামিক ফিকহ একাডেমী
জেদ্দা

সিদ্ধান্ত নং - ১৮ (৬-৩)

প্রসঙ্গ

চান্দ্রমাসের শুরু সনাক্তকরণ প্রসঙ্গে

ইসলামিক ফিকহ একাডেমী সভার তৃতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় জর্ডানের রাজধানী আম্মানে। ৮ সফর থেকে ১৩ সফর, ১৪০৭ হিজরী মোতাবেক ১১ থেকে ১৬ অক্টোবর, ১৯৮৬।

চান্দ্রমাস শুরু সনাক্তকরণ বিষয়ে নিম্নোক্ত প্রাসঙ্গিক দুইটি বিষয়ে পূণঃপর্যালোচনাঃ-

১। নূতন চাঁদ উদয় স্থলের ভিন্নতার কারনে চান্দ্রমাসের শুরু হওয়ার ক্ষেত্রে সৃষ্ট সমস্যাবলী।

২। জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব দ্বারা চান্দ্রমাসের প্রথম তারিখ নির্ধারন করা।

উল্লেখিত বিষয়ে সম্মেলনে উপস্থিত সদস্যবৃন্দ এবং বিশেষজ্ঞদের গবেষনালব্ধ উপস্থাপিত বিষয়টি বিবেচনা যোগ্য।

সিদ্ধান্ত সমূহ

প্রথমঃ যদি কোন এক দেশে নতুন চাঁদ উদয় প্রমানিত হয়, তবে বিশ্বের সকল মুসলিমকে অবশ্যই ইহা মেনে চলতে হবে। চাঁদের উদয় স্থলের ভিন্নতা গ্রহণীয় নয়। কারণ রোজা শুরু এবং শেষ করার বিধান বিশ্বজনীন।

দ্বিতীয়ঃ (চান্দ্রমাসের প্রথম দিন নির্ধারণের জন্য নূতন চাঁদ) দেখা বাধ্যতামূলক। তবে "মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী এবং বৈজ্ঞানিক বাস্তবতা" -কে বিবেচনায় রেখে যে কেউ জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব এবং মানমন্দিরের সহায়তা নিতে পারেন।

বস্তুতঃ আল্লাহ সর্বজ্ঞানী

AUTHENTICATED
ADVOCATE
NOTARY PUBLIC
(For Whole of Bangladesh)
Govt. of Bangladesh
Mobile : 01715703078

ইসলামিক সম্মেলন সংস্থা
ইসলামিক ফিকহ একাডেমী
41, Azambagh, Dhaka বক্স: ১৩৭১৯ জেদ্দা ২১৪১৪-সউদী আরব
টেলিঃ ৬৬০৯৩২৯ / ৬৬৭১৬৬৪ / ৬৬৭২২৮৮
ফ্যাক্সঃ ৬৬৭০৮৭৩

লিগ্যাল জমা নং -
আইএসবিএনঃ ৯৯৬০-৩২-০৯০-১

Md. Amirul Hossain
Translator
V.I.P. Translation
1/B, D.I.T. Avenue, Motijheel
Dhaka, Bangladesh.